গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-০৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowr.gov.bd

তারিখঃ ০৮ মে ২০১৬

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দে শনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন(সমাপ্ত প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
১।	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্য ন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ। তারিখঃ ২০-০৯-২০১২	৩০/০৬/২০১৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্য ায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তাব্যারেজ এর ভাটিতে ৩.০০০ কিঃমিঃ ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
২।	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ। তারিখঃ ২০-০৯-২০১২	৩০/০৬/২০১৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** ''তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পর্যন্ত) প্রকল্প'' এর আওতায় ২.৮৬৩ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্ম াণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্য ায়প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩)'' এর আওতায় ৯.২৫০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৩।	''জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা'' (সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ৩০/০৬/২০১২)	৩০/০৬/২০১৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** জামালপুর জেলা শহরকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে স্টীফ২ প্রকল্পের আওতায় ৫০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্ম াণসহ ৫.৬৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ, ১৬টি রেগুলেটর/স্লুইচ নির্ম াণ কাজ ইতোমধ্যেসমাপ্ত হয়েছে।
		৩০/০৬/২০17 (প্রস্তাবিত)	প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের অভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে।	আর্থি ক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি 76.60%** জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে ৪৮৯.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে "যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প" শীর্ষ ক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
৪।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/২০১০)	৩০/০৬/২০১২			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে জরুরী কার্য ক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে ৩.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে ১১৩.০০ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ ও নিষ্কাশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিএনডি প্রকল্পটির অভ্যন্তরে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, শিল্প কলকারখানা ইত্যাদি নির্মি ত হওয়ায় বাপাউবো কর্তৃক সেচ প্রকল্প হিসেবে আর পরিচালনার সুযোগ না থাকায় ডিএনডি সেচ প্রকল্পটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে ঢাকা সিটি কর্পো রেশন (দক্ষিণ)/নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পো রেশন/ঢাকা ওয়াসার নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে গত ১৮/০৯/২০১৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রতিপালনকালে ঢাকা ওয়াসা পত্র মারফত মত পেশ করেন যে, "DND এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কার্য ক্রম আগামী জানুয়ারী ২০১৫ হতে ঢাকা ওয়াসার নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে"। এরই ধারাবাহিকতায় বাপাউবো প্রকল্প হস্তান্তরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মন্ত্রণালয়ের নির্দে শনা অনুযায়ী ডিএনডি প্রকল্পে বাপাউবোর জায়গা জমি, সেচখাল, সিভিল স্থাপনা, পাম্প হাউজসহ যাবতীয় স্থাপনা ও যন্ত্রপাতির তালিকা প্রণয়ন করা হয় এবং একখানা সমঝোতা স্মারক (খসড়া) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু, পরবর্তীতে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রেরিত পত্রে (স্মারক নং-৪৬.১১৩. ৫১০.০০.০০.২১৪.২০১৪/ড্রেঃ (আর এন্ড ডি) সাঃ, তারিখঃ ২৪/১২/২০১৪) ডিএনডি এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করা ঢাকা ওয়াসার পক্ষে সম্ভব নহে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয় ডিএনডি প্রকল্পটি হস্তান্তরের লক্ষ্যে গত ২১/০১/২০১৫ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, "ডিএনডি সেচ প্রকল্পের ঢাকা জেলাধীন অংশের দায়িত্ব ঢাকা (দক্ষিণ) সিটি কর্পো রেশন এবং নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন অংশের দায়িত্ব নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পো রেশন গ্রহণ করবে"। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে বাপাউবো কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গকে বিভক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে। 23/03/2015 তারিখে প্রকল্প হস্তান্তরের জন্য সমঝোতা স্মারক (খসড়া) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে পাসম হতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। **MoU ভেটিং হলে প্রকল্প হস্তান্তরের বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন হবে। MoU না হলে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্য ায়ের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন**
৫।	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্ম াণ (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত	৩০/০৬/২০১৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২টি স্থানে পাউবো'র বাঁধ ২০১০ ও ২০১১ সালের জলোচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্য ায়েজরুরি কার্য ক্রমের আওতায়২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে উক্ত স্থান দুটিতে ভাঙ্গা বাঁধ মেরামত/বন্ধ করার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
	জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)				এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষে, বেড়িবাঁধ সংস্কারের জন্য (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৫ কোটি টাকা) Climate Change Trust Fund এর আওতায় প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক২২/০১/২০১৩ তারিখে ১৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত কাজের **অগ্রগতি ৭5%। সংশোধিত ডিপিপির আলোকে প্রকল্পটি জুন 2016 তে সমাপ্ত হবে।**
৬।	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১২			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়নকে রক্ষার্থে ১.২৬৬ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে সমাপ্ত হয়েছে। বর্ণি ত প্রকল্পটি স্থায়ীভাবে সম্পন্ন করতে আরোও ৪.৭৫ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ করা প্রয়োজন মর্মে মাঠ পর্য ায় হতে জানা গেছে যার জন্য অতিরিক্ত ৭১.২৪ কোটি প্রয়োজন হবে। চলতি (২০১৪-১৫) অর্থ-বছরে এই কাজের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ৫৮০ মিটার তীর প্রতিরক্ষা কাজের জন্য দরপ আহবান প্রক্রিয়াধীন। **অবশিষ্ট কাজ সীমান্ত নদী প্রকল্পের 41 ও 42 ক্রমিকে অন্তর্ভু ক্তরয়েছে। উল্লেখিত ডিপিপি'র আওতায় প্রতিশ্রুতিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। 09/09/2015 তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে 19/10/2015 তারিখে পুনর্গ ঠিত ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। পাসম হতে 07/12/2015 তারিখে সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের 438.55 কোটি টাকার ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।**
৭।	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** ''তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত) প্রকল্প'' এর আওতায় ২.৮৬৩ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে (অর্থ বছর১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। এছাড়া ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্য ায়প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩)'' এর আওতায় ৯.২৫০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৮।	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১২			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্য ায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩.০০০ কিঃমিঃ ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
৯।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা । (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/২০১১)	৩০/০৬/২০১৪			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ''ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ'' শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক ২৭/০৪/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণি ত প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎস মুখ পর্যন্ত২০ কিলোমিটার ও নলীণবাজার এলাকায় ২ কিলোমিটারসহ মোট ২২ কিলোমিটার যমুনা নদী ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে ১৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘে রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজও সম্পন্ন হয়েছে। ফলে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের হার্ড পয়েন্ট ঝুঁ কিমুক্ত হয়েছে এবং ড্রেজড স্পয়েল দ্বারা সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত শিল্প পার্ক সংলগ্ন প্রায় ৮ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে।
১০।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১২/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় প্রাথমিক পর্য ায়ে মারাত্মক ঝুঁ কিপূর্ণ বাঁধ ও ক্লোজারসমূহের নির্মা ণ কাজ জরুরীভিত্তিতে সর্ব াঙ্গীনভাবে২০১০-১১ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণি ঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডে র অবকাঠামোসমূহের পুনর্ব াসন প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপির আওতায় বাঁধ নির্ম াণ/ মেরামত, ক্লোজার নির্ম াণ/ স্লুইস নির্ম াণ/মেরামত এবং নদীতীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন/২০১৫ তে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১১।	প্রাকৃতিক দুর্যে াগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মা ণ (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষে ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মা ণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্ব াঙ্গীনভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যেবর্ণি ত এলাকায়ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণি ঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থবাপাউবোর্ডে র অবকাঠামোসমূহের পুনর্ব াসন শীর্ষ ক প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক কাজসমূহ চলমান রয়েছে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন/২০১৫ তে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
১২।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণি ত কাজের জন্য 'খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণ াল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প'' শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩) ২২/০৪/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণি ত প্রকল্পের আওতায় ২০.৯০ কিঃমিঃ খাল খনন, ২.০০ কিঃমিঃ নদী খনন, বাঁধ মেরামত, ৩টি স্লুইস নির্ম াণ ১টি লং বুম ক্রয় ইত্যাদি কাজ জুন/২০১৩ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
১৩।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/২০১১)	৩০/০৬/২০১২			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থ ায়নে পটুয়াখালীতে''চর আন্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্ম াণ' প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২) গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ কিঃমিঃ বাঁধ নির্ম াণ ও ৬টি ইনলেট নির্ম াণ কাজ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া, স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে "Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)" প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্ম াণ মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্ম াণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজজুন, ২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৪।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শ ন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/২০১০)	২৮/০২/২০১৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণি ত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ''চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ীবাঁধ উন্নীতকরণ'' প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে পাওয়া যায়। ফলশ্রুতিতে ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ২৩.০০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ০.৫০ কিঃমিঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ ও ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্ম াণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৫।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৪			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভোলা জেলার চর ফ্যাশন উপজেলার ''চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্ম াণ (বাস্তবায়নকাল জুন/২০১২ হতে জুন/২০১৪; প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৯ কোটি টাকা)'' শীর্ষ ক প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ১৮/০৯/২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ০৮/১০/২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু বিষয়ক কারিগরি কমিটির সভায় প্রকল্পটি উপস্থাপিত হলে Feasibility Study ও EIA প্রতিবেদনসহ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
					পুনরায় দাখিলের সিদ্ধান্তু হয়। তদানুযায়ী প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি ১৮/১১/২০১২ তারিখে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃকশুধুমাত্র বেড়ীবাঁধ নির্মাণের জন্য ১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পের ভৌত কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৬।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৪/২০১২			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্য ক্রমের মাধ্যমে২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণি ত হাওড় এলাকায়৪৭.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁ কিপূর্ণ বাঁধ ও স্লুসগেটসমূহের নির্মাণ/ পুনর্নি র্মাণ কাজসমাপ্ত হয়েছে।
১৭।	ঘূর্ণি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/২০১০)	৩০/০৬/২০১২			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্য ায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজারসমূহের নির্মাণ কাজ জরুরীভিত্তিতে সর্ব াঙ্গীনভাবেমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/নির্মাণ স্লুইস নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৮।	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্য ক্রম গ্রহণ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্য ায়ের কর্ম কর্তাদের সাে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১১			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** নির্দে শিতএলাকাটি আব্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভু ক্ত বিধায় খাল খনন করে নতুন বেড়ীবাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই তবে পোল্ডারের মধ্যকার অনেক দিনের পুরানো স্লুইস গেটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশরোধকল্পে গেইটগুলো ইতোমধ্যে মেরামতের কাজ যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
১৯।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্য ায়ে২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্য ক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সর্ব াঙ্গীনভাবে মেরামত/পুনঃনির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
২০।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় স্লুইসগেট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে
২১।	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পযন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-	কাজের জন্য জমি প্রাপ্তি	সমাপ্ত হিসাবে ধার্য্য করা	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি - সমাপ্ত হিসাবে ধার্য** তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্য ন্ত বন্যানিয়ন্ত্রন বাঁধনির্মাণপ্রকল্পটিতে ২০১১-১২ ইং অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্বখাতে ২টি প্যাকেজে সর্ব মোট(২৪.৩২ + ১৩.৬৩) = ৩৭.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় দাসকান্দি হতে লালপুর পর্য ন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পটি "গৌরীপুর-হোমনা সড়ক হতে লালপুর পর্য ন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মানের জন2011-2012 অর্থ-বছরে দুইটি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। যথাসময়ে ঠিকাদার কাজ শুরু করে। কিন্তু বাঁধের এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী কোনরূপ জমি হুকুম দখল ছিলনা। ঠিকাদার কর্তৃক কিছু পরিমান কাজ করার পর এলাকার জমির মালিক ও স্থানীয় জনগণ কাজে বাঁধা প্রদান করে। জনসাধারনের সাথে ঠিকাদারের লোকজনের প্রচন্ড মারামারি হয়। হাইকোর্টে মামলা হয়। মামলার রীট পিটিশন নং 7412/2012। ফলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। রীট পিটিশন মামলাটির এখনও কোনরূপ নিষ্পত্তি হয় নাই। জমি হুকুম দখল করে পুনরায় কাজটি করা যায় কিনা অথবা কাজটি কতটা যুক্তিযুক্ত তা নির্ধ ারণ করার জন্য একটি কারিগরি টিম গত 02-09-2015 তারিখে সাইট পরিদর্শ ন করেন এবং যথানিয়মে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। প্রকল্প এলাকার গ্রস এরিয়া1200 হেক্টর (প্রায়)। প্রকল্প এলাকাটির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে গোমতী নদী, পূর্বে গৌরীপুরহোমনা সড়ক এবং উত্তরে লোয়ার তিতাস নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত (সূচক ম্যাপ সংযুক্ত)। প্রস্তাবিত প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে 4.00 কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় লোয়ার তিতাস নদীর তীরে কোন প্রকার বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলশ্রুতিতে 1200 হেক্টরের প্রকল্প এলাকা রক্ষার জন্য একদিকে অর্থাৎ শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীর বরাবর বাঁধ দেয়া হলে প্লাবনের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকা বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে লোয়ার তিতাস নদীর তীরেও বাঁধ নির্মাণ করতে হবে এবং কিছু পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর সংস্থান রাখারও প্রয়োজন হবে। উক্ত প্রকল্প এলাকাকে বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে ছোট খাটো পোল্ডার বিবেচনায় অধিকতর সমীক্ষার মাধ্যমে নতুন করে প্রকল্প প্রস্তাবনা করতে হবে। বর্তমান বিদ্যামান প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে 4.00 কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হলে ইহা প্রকল্পের সুফল বহন করতে সমর্থ হবে না। অতএব, কারিগরি/হাইড্রোলজিক্যাল দিক বিবেচনায় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত গোমতী নদীর তীরে 4.00

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
					কিলোমিটার বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হলে কোন প্রকার ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারবে না বলে প্রতীয়মান।
22।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৫			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি 95%** কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ কাজের জন্য ''কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন'' শীর্ষ ক একটি প্রকল্পপ্রস্তাবনা (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২.০০ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/২০১৫ পযর্ন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ ায়নে বাস্তবায়নের জন্য পাসম এর মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় যা ০৭/০৩/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ৭৯.৬৩ কিঃমিঃ খালের মধ্যে ৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৪১.৫০ কিঃমিঃ খাল খননের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। **২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩৮.১৩ কিঃমিঃ খাল খননের কাজ লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এরমধ্যে 33.50 কিঃমিঃ খনন সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবতার নিরীখে অবশিষ্ট 4.60 কিঃমিঃ অংশ খনন করা সম্ভব নয়। প্রকল্পটির ভৌত কাজ সমাপ্ত।** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি এর প্রকিউরম্যান্ট প্ল্যান অনুযায়ী গত 2013-2014 অর্থ-বছরে 6 প্যাকেজে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে 22টি খালের 41.503 কিঃমিঃ দৈর্ঘে ্য খাল পুনঃখনন কাজ সমাপ্ত করা হয়। পরবর্তীতে 2014-2015 অর্থ-বছরে 14টি খালের 21.575 কিঃমিঃ দৈর্ঘে ্য র কার্য াদেশ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু কোন খাল এবং খালের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে হুকুম দখলকৃত ভূমি না থাকায় এবং অনেক খালের শেষ প্রান্তে আবাদি জমি থাকায় স্থানীয় মারমুখী জনগণের প্রচন্ড বাঁধার কারণে 21.575 কিঃমিঃ দৈর্ঘে ্য র মধ্যে16.485 কিঃমিঃ দৈর্ঘে ্য র পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আদালতের সমন জারীর কারণে 4টি খালের 5.09 কিঃমিঃ দৈর্ঘে ্য র পুনঃখনন কাজ করা সম্ভব হয় নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, বিষয়োক্ত তথ্যে প্রদত্ত প্রকল্পটির অবশিষ্ট 4.60 কিঃমিঃ এর স্থলে বাস্তবে 4 খালে 5.09 কিঃমিঃ দৈর্ঘে ্য র পুনঃখনন কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। উক্ত 5.09 কিঃমিঃ দৈর্ঘে ্য র অনেকাংশ ভরাট হয়ে ফসলি জমির আকার ধারণ করেছে। ঐ সমস্ত স্থলে বর্তমানে জনগণ ফসল আবাদ করছে। এছাড়াও উক্ত অংশের খালের উজানে ভাল ঢাল রয়েছে, ফলে কোন প্রকার জলাবদ্ধতা হয় না। যেহেতু প্রকল্পটি একটি নিষ্কাশন প্রকল্প সেহেতু অনায়াশে নিষ্কাশন চলছে বিধায় প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত 5.09 কিঃমিঃ পুনঃখনন না করা হলে প্রকল্পে নিষ্কাশনে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিএবং নির্দে শনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন(চলমান প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
২৩।	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পযর্ন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৬			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি 89%** বর্ণি ত প্রতিশ্রুতির অনুকূলে''নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ শিরোনামে ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়-১৯.৬০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর/২০১২ হতে জুন/২০১৬) ২৪/১০/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্ত মান অর্থ-বছরে 7.00 কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
২৪।	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ৷ (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৭			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি 30.52%** আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পযর্ন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পযর্ন্ত তীর সংরক্ষণ'' শীর্ষ ক প্রকল্পের ডিপিপি(প্রাক্কলিত ব্যয় 226.04 কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১7) ০৫/০২/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে৷ 2015-16 অর্থ-বছরে 40.00 কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
২৫।	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ৷ (চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/২০১১)	**৩০/০৬/২০17**			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি 33.53%** ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয় গত ২৩-০৪-২০১১ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সফর কালে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিলে প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পটি বিভিন্ন পর্য ায়ে যাচাই বাছাই এর পর গত১৬/১০/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় "পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা" শীর্ষ ক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ ায়নে মোট১৬৫৫১.১৪ লক্ষ (একশত পঁয়ষট্রি কোটি একান্ন লক্ষ চৌদ্দ হাজার) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়। একনেক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫৫১.১৪ লক্ষ অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ব্লক ডাম্পিং বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাস করে ড্রেজিং খাতে ৭.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখে প্রকল্প পুনর্বি ন্যাস করা হয় এবং১৯/১২/২০১২ তারিখে একনেকের সিদ্ধান্ত অনুসারে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়৷ পরবর্তীতে নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন এবং Oblique Flow এর কারণে ডিজাইন সংশোধিত হয়। সংশোধিত ডিজাইন ও পরিবর্তিত Schedule of Rates অনুসারে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। বিগত 21/10/2014 তারিখে মোট

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
					27418.39 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 1ম সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। 1ম সংশোধিত ডিপিপিতে 6.220 কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং 2.70 কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 2015-16 অর্থ-বছরে প্রকল্পের অনুকূলে 4500.00 লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। খ) ''চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খালঘাট হতে নসিপুর পর্য ন্ত মহানন্দা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং'' শীর্ষক প্রকল্পের উপর বিগত ১৫-০৯-২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রি-একনেক বৈঠক অনুষ্টিত হয়েছে বৈঠকে প্রস্তাবিত ১ টি রাবার ড্যাম নির্মাণসহ ৩০.০০ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখনন সহ সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ, পানির প্রাপ্যতা এবং রিজার্ভারে পানির স্থায়িত্বকাল ও ধারন ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা করে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করতঃ প্রকল্প প্রস্তাব পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্তে পরামর্শ ক দল হিসাবে IWM কে বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। **IWM কর্তৃক ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার ও কর্মকর্তাদের বিভিন্ন মতামত মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় পাওয়া যায়উল্লেখিত মতামতসমূহের আলোকে ফাইনাল ফিজিবিলিটি রিপোর্ট দাখিল হয়েছে। যার আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**
২৬।	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১৭/০৪/২০১১)	৩০/০৬/২০১৭			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি 37.10%** মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭৩৮২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জানু/২০১৪ হতে জুন/২০১৭) "ভৈরব নদী পুনর্খনন" প্রকল্পের ডিপিপি ১১/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৪-২০১৪ তারিখের স্মারক মোতাবেক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলার ভৈরব নদী পুনঃখনন কাজ ৭০৬৫.৫১ লক্ষ টাকায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) **বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী পরিচালিত ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড নারায়ণগঞ্জকে নিয়োগের প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে গত ১১/০১/২০১৫ তারিখে অনুমোদন করা হয়।** ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড নারায়ণগঞ্জকে ২২/০১/২০১৫ তারিখে (NOA) প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী ২২.৮০ কিঃমিঃ (৪৯৬০৬৯০.৯৮ ঘনমিটার মাটি) নদী খনন কাজ শুরু করা হয়েছে। কাজটি জুন, ২০১৭ সালে সমাপ্ত হবে। **প্রকল্পের মূল কাজ জানুয়ারী/২০১৫ হতে শুরু হয়েছে এবং অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
২৭।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/২০১১)	৩১/১২/২০১৬	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থি ক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি- 14.99%** শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং কাজ বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়। ড্রেজিং সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদানের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে পত্র দেয়া হয়েছে কিন্তু বিআইডব্লিউটিএ থেকে অদ্যাবধি কোন তথ্যা পাওয়া যায়নি। "বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পে আওতায় নতুন ধলেশ্বরী, পুংলী, বংশী ও তুরাগ নদী খননের সংস্থান রয়েছে। শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী খনন কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক বিআইডব্লিউটিএ এর আওতাধীন। নতুন ধলেশ্বরী, পুংলী, বংশী ও তুরাগ নদীর উপর LGED, R&H এবং রেলওয়ের ২২টি ব্রীজ রয়েছে। ব্রীচগুলোর নিচে খনন করলে ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন হবে এবং নদী উৎসমূখে নদী খনন করলে অদুর ভবিষ্যতে নদীটি ভরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় প্রকল্পটি যে অবস্থায় যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে সে অবস্থায় সমাপ্ত ঘোষনার জন্য মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী সিদ্ধান্ত দেন। এছাড়াও প্রয়োজনীয় স্টাডি সম্পন্ন করে নতুন একটি প্রকল্প প্রণয়নপূর্ব ক দাতা সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহ/বাস্তবায়নেরও সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তের আলোকে রিভাইসড ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের এ পর্য ন্ত আর্থি ব অগ্রগতি ও প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবেচনা করে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর নির্দে শ মোতাবেক কাজের পরিধি কমিয়ে জুন, 2017 এর মধ্যে প্রকল্পটির সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধ ারণ কর হয়েছে। সে লক্ষ্যে আরডিপিপি প্রণয়ন করতঃ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত আরডিপিপিতে নতুন ধলেশ্বরী অফটেক-এ ২.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং এবং তুরাগ নদীতে 11.50 কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ ধরা হয়েছে, যার মধ্যে 8.45 কিঃমিঃ সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া ইতিমধ্যে সমাপ্ত প্রেজিং কাজের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ ও প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে অন্তর্ভু ক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ভৌত কাজসমূহ জুন, ২০১৭ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। অপরদিকে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ১৫/09/2015 তারিখে ১৭২২.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পিডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ নৈতিকসম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন ১৫.১১.২০১৫ তারিখে পিডিপিপিটির উপর নীতিগত সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।
২৮।	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০16	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থি ক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি 19.42% (প্রকল্পের)** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে যাদুকাটা নদী ৫ কিঃমিঃ, রক্তি নদী ৬ কিঃমিঃ, চলতি নদী ৭.০০ কিঃমিঃ, পুরাতন সুরমা নদী ১১ কিঃমিঃ ও বৌলাই নদী ১১ কিঃমিঃ দৈর্ঘে ্য ড্রেজিং কাজ অর্ন্তু ক্ত আছে। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত কংশ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
					নদী খনন (কলাম-2 অনুসারে) অন্তর্ভু ক্ত নাই। **প্রতিশ্রুত কংশ নদী 37.00 কিঃমিঃ খনন প্রয়োজন। যার মধ্যে 12.00 কিঃমিঃ সুনামগঞ্জ এবং 25.00 কিঃমিঃ নেত্রকোণা পওর বিভাগাধীন। আলোচ্য অংশটুকু ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন'' প্রকল্পের অন্তর্ভু ক্তনা হওয়ায় কংশ নদীর খননের অংশটুকু বাস্তবায়ন করার জন্য নেত্রকোণা পওর বিভাগের আওতায় আলাদা ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্তে গত 26/10/2015 তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। হাওর এলাকা হওয়ায় শুষ্ক মৌসুমের মধ্যে মাঠ পরিদর্শ নপূর্ব ক কারিগরি রিপোর্ট পাওয়া যাবে**
২৯।	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্য ন্ত নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১6	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থি ক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি 19.42% (প্রকল্পের)** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় যাদুকাটা নদীর আনোয়ারপুর হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর পর্য ন্তঅংশ ''আপার বৌলাই নদী'' হিসেবে খননের জন্য ৫২.০০ কিঃমিঃ নকশা অনুমোদিত হয়েছে। নকশা অনুসারে মোট 18.00 কিঃমিঃ খনন প্রয়োজন। কিন্তু ডিপিপিতে ১১.০০ কিঃমিঃ খনন কাজের সংস্থান রয়েছে। বিভাগীয় ড্রেজারের সংকটের কারণে বর্ত মান অর্থ-বছরে 11.00 কিঃমিঃ খনন কাজ (বা অংশ বিশেষ) হাতে নেয়া সম্ভব হয়নি। অবশিষ্ট (18-11)=7 কিঃমিঃ নদী খনন কাজ আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভু ক্তকরে কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।
৩০।	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১6	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থি ক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি 19.42% (প্রকল্পের)** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় যাদুকাটা হতে রক্তি নদী আপার বৌলাই নদীর সিস্টেম এর অংশ হিসাবে সুরমা নদীতে পতিত হয়েছে। উক্ত অংশে নদীর দৈর্ঘ ্য৩২.৫০ কিঃমিঃ যা নকশা অনুমোদিত হয়েছে। 32.50 কিঃমিঃ খনন এর মধ্যে 19.00 কিঃমিঃ খনন করা প্রয়োজন। তৎমধ্যে যাদুকাটা অংশে 5.00 কিঃমিঃ এবং রক্তি অংশে 6.00 কিঃমিঃ আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপিতে সংস্থান রয়েছে। রক্তি নদীর 6.00 কিঃমিঃ খনন বর্ত মান আর্থি ক বছরে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ডিপিপি বহির্ভূ ত অংশ(19-11) = 8 কিঃমিঃ খনন কাজ আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভু ক্ত করে কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ও পিছিয়ে পড়া প্রকল্পের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায় ও কৌশল নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
					23/03/2015 তারিখে সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ • ডিপিপি দ্রুত সংশোধন করতে হবে। • প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প বিধায় বৎসর ওয়ারী বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। • প্রকল্প পরিচালক ও ফিল্ড অফিসে পর্য াপ্ত জনবল ও অন্যান্য লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃ করতে হবে। • ডিজাইন ডাটা প্রেরণ ও ডিজাইন কাজ পূর্বে র আর্থি ক বৎসরে সম্পন্ন করতে হবে উল্লেখিত সিদ্ধান্তের আলোকে কাজ চলমান রয়েছে।
৩১।	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১8 (প্রস্তাবিত)			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি 16.25%** ''কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা'' শীর্ষ ক প্রকল্পটি বিগত ০৮/০৫/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৬ পর্য ন্ত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ 63372.14 লক্ষ টাকা। জুন, 2015 পর্য ন্ত প্রকল্পের ব্যয়5500.93 লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি 11%। চলতি অর্থ-বছরে প্রকল্পের অনুকূলে 8000.00 লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং বাপাউবো ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক ১৪.70 কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ ও ১৪ village platform with compartment dyke নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ড্রেজিং কার্য ক্রম চালাতে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল না থাকায় ড্রেজিং কার্য ক্রম ব্যহত হচেছ্এবং লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে প্রতিদিন কম সময়ে ড্রেজার কার্য রত থাকায় কাজের অগ্রগতিকম হয়।
32।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শ নকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দে শ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৩/০৭/২০১০ ও ২৭/১২/২০১০)	৩০/০৬/২০17 (প্রস্তাবিত)			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি 67.71%** সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি মূল্য ২৬১৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা প্রকল্পের গ্রস এরিয়া ১০২০০০ হেক্টর এবং উপকৃত এলকা ৭৫০০০ হেক্টর । প্রকল্পের আওতায় ৯০ কিঃমিঃ কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন সহ শাখা খাল এবং টিআরএম অংশের কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান আছে। ২০১১-২০১২ সালেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। গত 23/04/2015 তারিখে প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি (1ম) অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় 28611.50 লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জুন, 2016 পর্য ন্ত। জুন 2015 পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাস্তব49.21% এবং আর্থি ক10873.21 লক্ষ টাকা। সর্ব মোট85.00 কিঃমিঃ নদী খনন কাজের মধ্যে 22.00 কিঃমিঃ নদী খনন

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
					(পূর্ণ) এবং 30.00 কিঃমিঃ (আংশিক) খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান অর্থ-বছরে অবশিষ্ট নদী খনন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। তৎসঙ্গে TRM কার্য ক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া 2016-17 অর্থ-বছরে 1.00 কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ, 8টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো এবং TRM কার্য ক্রম চলমান থাকবে। প্রকল্প সমাপ্তির পরও TRM কার্য ক্রম চলমান থাকবে।
33।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০)	-			**দরপত্র প্রক্রিয়া চলমান।** "তিতাস নদী পুনঃখনন" প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৯৪.০৬ কোটি টাকা) ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থ নৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ০৮.০৫.২০১২ তারিখে ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করে। প্রকল্পের সমীক্ষা কাজ ডিসেম্বর/২০১৩ এ সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গ ঠিতDPP গত ৩১/০৮/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। **বিগত 06/10/2015 তারিখে ECNEC সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।**

<u>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দে শনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প)</u>

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
৩৪।	''যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা' (ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়; তারিখঃ ৩০-০৬-২০১২)	৩০/০৬/২০১৪ (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী)			''যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা'' (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.১৬ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল-জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) শিরোনামে একটি প্রকল্প জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ডিসেম্বর/২০১২ তে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূঞাপুরকে রক্ষার জন্য তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্য ন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ কাজে অতিঝুকিপূর্ণ অংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে**"টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলী বাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্য ন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষা প্রকল্প"** শীর্ষ ক প্রকল্পের117.45 কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি প্রণয়ন করে ০২/০৩/২০১৫ তারিখে পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পানি সম্পদমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত ডিপিপিটির

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
					উপর গত ১৩.০৫.২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপিটি পুনর্গ ঠনেWARPO এর ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ড্রেজিং কার্য ক্রমঅন্তর্ভু ক্তকরে 16/09/2015 তারিখে মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী কার্য ক্রমের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। 14/10/2015 তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের মতামত পাপ্তির আলোকে 05/11/2015 তারিখে প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভূ ক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে 15/11/2015 তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত 18/04/2016 তারিখে অনুষ্ঠিত Apprisal কমিটির সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্য ক্রম গ্রহণ করা হবে।**
৩৫।	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্ম াণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)				সন্দ্বীপ-উড়িরচর নোয়াখালী এলাকায় গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে 4টি ক্রসড্যাম স্থাপনের সমীক্ষা করা হয়েছে। ক্রসড্যামসমূহ- 1) উড়িরচর-নোয়াখালী, 2) নোয়াখালী জাহাজের চর, 3) জাহাজের চর সন্দ্বীপ, 4) সন্দ্বীপ-উড়িরচর। এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ক্রমিক 36 এ উল্লেখ রয়েছে।
৩৬।	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্ম াণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-			ক্রমিক নং-35 এর বর্ণ নামতে4টি ক্রসড্যামের মধ্যে 1ম পর্য ায়েসন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম (এ্যাপ্রোচ রোডসহ) নির্ম াণের683.17 কোটি টাকার ব্যয় প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে অর্থ ায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট দাখিল করা হয়। বিশ্বব্যাংক অর্থ ায়নের নিমিত্তে প্রকল্পের অনুকূলে যে সম্ভাব্যতা যাচাই হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করেন। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে **"1ম পর্য ায়ে উড়িরচরনোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্ম াণের পর উহার Sustainability পর্য বেক্ষণ করে2য় পর্য ায়েসন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম নির্ম াণ প্রকল্পের কার্য ক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।** সিদ্ধান্তের আলোকে বিশ্বব্যাংকের অর্থ ায়নে পুনরায় উড়িরচর নোয়াখালী ক্রসড্যাম এর বিস্তারিত সমীক্ষা 2013-14 অর্থ-বছরে সমাপ্ত করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উক্ত ক্রসড্যামটি বাস্তবায়িত হলে সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালী এলাকার মরফোলজিক্যাল আমূল পরিবর্তন হবে বলে অনুভূত হয়। বিগত সময়ে সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালী (SUN) ক্রসড্যাম নির্ম াণেরজন্য যে সমস্ত সমীক্ষা হয়েছে তাতে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় আসেনি। কাজেই পানি উন্নয়ন বোর্ডে র টেকনিক্যাল কমিটি সন্দ্বীপ এলাকায় ক্রসড্যাম নির্ম াণ করলে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়ে Mathematical Modeling Institute এর সহায়তায় একটি পূর্ণ াঙ্গ ষ্টাডি করা প্রয়োজন বলে মনে করে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
৩৭।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা৷ (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-			''কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর ড্রেজিং'' শীর্ষ ক একটি প্রকল্পের(প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ **126.70** কোটি, বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ডিপিপি ০৫/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডে র কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী১২৭.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত **''কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও ড্রেজিং (১ম পর্য ায়)''** শীর্ষ ক প্রকল্পের ডিপিপি গত২৯/১২/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে এবং ১৫/০১/২০১৫ তারিখে এর যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গ ঠিতডিপিপি ০৮/০৪/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত **11/01/2016 তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মাঠ দপ্তরে ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**
৩৮।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-			''কক্সবাজার শহর রক্ষা'' শীর্ষ ক প্রকল্পটির উপর বিগত 05/02/2013 তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার আলোচনা শেষে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্য টন মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্ব ক জরুরীভিত্তিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সভাপতিত্বে ৫টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্ব শেষ বিগত২৩/১১/২০১৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত নভেম্বর মাসের উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিত জনপ্রতিনিধিসহ সকল বিভাগের প্রতিনিধিগণের সম্মতিক্রমে ''কক্সবাজার শহর রক্ষা'' শীর্ষ ক প্রকল্পটি জেলার পর্য টন শিল্পে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**
৩৯।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষ ক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্ল্যান পরামর্শ ক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শ কগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ তারিখ হতে পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন৷ এ সমীক্ষায় অন্তর্ভু ক্ত২৪টি নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদও অন্তর্ভু ক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্য ায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর "Pannel of

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
					Experts" এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে "Pannel of Experts" এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant **কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর সর্ব মোট ২৮৩.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৭০.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১০৮৬৮.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।**
৪০।	ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/২০১০)	-			অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় যশোর জেলায় "Detail Feasebility Study for drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin" শিরোনামে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা) ৩০/০৪/২০১৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে "Drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin" (৩৪৯.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত) শীর্ষ ক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ০৫.০২.২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে। **পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দে শনা মোতাবেক খনন কার্য ক্রম ম্যানুয়াল এর পরিবর্তে এক্সকাভেটরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য মাঠ দপ্তরে ডিপিপি পুনঃদাখিলের জন্য প্রেরণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাঠ দপ্তর হতে 367.23 কোটি টাকার পুনর্গ ঠিতডিপিপি গত 17/08/2015 তারিখে পাসমতে দাখিল করা হয়। গত 01/11/2015 তারিখে যাচাই সভার কার্য বিবরণীর আলোকে ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 28/12/2015 তারিখে বোর্ডে দাখিল হয়েছে। 11/01/2016 তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে 27/03/2016 তারিখে Apprisal সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।**
৪১।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী)			ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ এলাকার নদী ভাঙ্গনরোধ প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৯.৭৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গ ঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা২৬/০৫/২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ অফিসে প্রেরণ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের আওতায় পর্য াপ্ত ফান্ড না থাকায় এ মুহূর্তে প্রকল্প অনুমোদন করা সম্ভব নয় বলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু রেজিলিয়েন্স ফান্ড এ অর্থে র স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থ ায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান **ভোলা জেলার ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকল্পে তীর সংরক্ষণ শীর্ষ ক প্রকল্পের ১৩৩.৭০ কোটি টাকার ডিপিপিটি পুনর্গ ঠনপূর্ব ক১৩/০৫/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
					হয়েছে। দাখিলকৃত ডিপিপির উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০১৫ তারিখের চাহিত তথ্যের আলোকে বাপাউবো'র জবাব ২৭/১০/২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। গত 14/12/2015 তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 21/01/2016 তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে হালনাগাদ ব্যয় প্রাক্কলন অন্তর্ভু ক্তকরে কারিগরি রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪2।	তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে মাঠ পর্য ায় জরিপ, কারিগরি দিক যাচাই বাছাই এবং নকসা প্রণয়ন করে ''কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলার তিতাস নদী পুনঃখনন প্রকল্প; (প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৯০৯ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৫)'' শিরোনামে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। বাপাউবো হতে ১৪.৯.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৭/০২/২০১২ তারিখে শীর্ষ ক প্রকল্পের উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২৬.২.১২ এ পূর্ন গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল এবং ২৭.২.১২ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ডিপিপি ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থ নৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করে। সমীক্ষার জন্য ২৪ নদী ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট "Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষ ক সমীক্ষারDraft Final Report এর উপর "Pannel of Experts" এর প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। "Pannel of Experts" এর মতামতের ভিত্তিতে Main Consultant **কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া** Technical Committee **কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে তিতাস নদীর সর্ব মোট৫৭.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪৭.০৮ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১১৫২.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।**
৪3।	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০)	-			''সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের'' ডিপিপির উপর (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭.৪৪ কোটি টাকা) ০৮/০৩/২০১২ তারিখে যাচাই সভা পাসমতে অনুষ্ঠিত হয় এবং তদানুযায়ী প্রকল্পটি Climate Change ট্রাস্ট ফান্ড এর আওতায় প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পুনরায় প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া যায়। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ২৩/০১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গ ঠিত প্রকল্প প্রস্তাবন(প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.৮৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এ অর্থে রস্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/সংস্থা

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
					হতে অর্থ ায়নেরজন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে ১৫/০৫/২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে বাপাউবো'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন সভায় অর্থে র স্বল্পতার বিষয়টি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টকে অবহিত করা হয়েছে। **প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং একই সাথে বাপাউবো'র মাঠ পর্য ায়ে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণকালে দেখা যায় 2012 সালের প্রস্তাবিত কাজ এবং এর বিপরীতে প্রাক্কলিত অর্থ অনেকপরিবর্তন হয়েছে। বেড়ীবাঁধটি হাওর এলাকা সংলগ্ন হওয়ায় ঢেউয়ের আঘাতে বাঁধের অনেক অংশে ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে গেলেটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন এবং তার সুপারিশের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। গত 27/07/2015 তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত 03/03/2016 তারিখে কারিগরি কমিটির রিপোর্ট দাখিল হয়েছে যা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। রিপোর্টে র আলোকে প্রয়োজনীয় ডিজাইন এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিজাইন সম্পন্ন হওয়ায় পর ডিপিপি দাখিল করা যাবে।**
৪4।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ পুনঃখননের নিমিত্তে মাঠ পর্য য় জরিপ, কারিগরি দিক যাচাই বাছাই এবং নকসা প্রণয়ন করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত ডিপিপি যাচাই বাছাই করতঃ পুনর্গঠি ত করে19/06/2012 তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পুনর্গ ঠিত প্রকল্প প্রস্তাব ২৯/০৫/২০১৩ তারিখে জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড হতে অর্থ ায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এ অর্থে র স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে অর্থ ায়নের জন্য১৫/০৫/২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বাপাউবো কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪৮.৮৫ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি ১৮/০৬/২০১৫ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৭/০৯/২০১৫ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাপাউবো কর্তৃক একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে পুনর্গ ঠিতডিপিপি ১৩/০১/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উক্ত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য গত ২৫/০২/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলতি প্রায় ৫৭.০০ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ পর্য ন্ত**
৪5।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/২০১০)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষ ক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শ ক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শ কগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এর

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
					সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ তারিখ হতে পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন এ সমীক্ষায় অন্তর্ভু ক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে মেঘনা (আপার), মেঘনা (লোয়ার) ও ডাকাতিয়া নদীও অন্তর্ভু ক্তআছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্য ায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর "Pannel of Experts" এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে "Pannel of Experts" এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant **কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া** Technical Committee **কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর সর্ব মোট৩৬২.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ১২৮.৯২ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১০৭১২৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।**
৪6।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মা ণ৷ (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)			"চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়িবাঁধ নির্মা ণ" শীর্ষ ক প্রকল্পটির ডিপিপি(প্রাক্কলিত মূল্য ৬০.৫১ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ২৬/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বর্ত মান সিডিউল দর অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্ব ক(প্রকল্প ব্যয়-৮৬.৯৫ কোটি টাকা) মাঠ দপ্তর হতে বোর্ডে দাখিল করা হয় ১৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডে র কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গ ঠিত ডিপিপি১৪/০১/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায় **বর্ণি ত প্রকল্পের বিষয়ে০৪/০২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গ ঠিতডিপিপি ৩১/০৫/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।** গত ২৬/০৮/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রয়োজনীয় ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভু ক্ত করে পুনরায় ডিপিপি দাখিলের নির্দে শনা দেয়া হয়। যার আলোকে 06/10/2015 তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারিগরি কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।
৪7।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/২০১০)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষ ক একটিসমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শ ক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শ কগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark)-BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ তারিখ হতে পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন। এ সমীক্ষায় অন্তর্ভু ক্ত২৪টি নদীর মধ্যে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
					ও দুধকুমার নদীও অন্তর্ভু ক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্য ায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর "Pannel of Experts" এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে "Pannel of Experts" এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant **কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া** Technical Committee **কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীর সর্ব মোট৪৬৩.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪০২.৪১ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ২৬১২৬৩.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।**
48।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নি য়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্ম সূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্ব াচন ২০০৮ এর নির্ব াচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০৩৮.০১৮. ০২. ০০.০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভু ক্ত করা হয়েছে)।	-			''বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পূনর্ব াসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়, আরুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নি য়া বিল উন্নয়নপ্রকল্প'' শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পূর্ণ াঙ্গ সামাজিক পরিবেশগত এবং কারিগরী সমীক্ষা সম্পাদনপূর্ব ক তার ভিত্তিতে প্রকল্পটি পুনঃপ্রস্তাবের নিমিত্তে ডিপিপি ফেরত প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সমীক্ষার জন্য IWM কে ০২/০৪/২০১২ তারিখে (ব্যয় ১.২৪ কোটি টাকা) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৩ তে final report পাওয়া গিয়াছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পূনর্গ ঠিতডিপিপি ০২/১১/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। **মন্ত্রণালয়ে গত ২৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গ ঠিত ডিপিপি৩/০২/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। 20/08/2015 তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার আলোকে গত 11/10/2015 তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল হয়েছে। 282.83 কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত** ''বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পূনর্ব াস" শীর্ষ ক প্রকল্পের **ডিপিপি 05/01/2016 তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।**
৪9।	যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা। (বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভায়; তারিখঃ 12/11/2015)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি "যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা" এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড Capital (Pilot) ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের উজান হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখ পর্য ন্ত 22.00 কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ করেছে। এর ফলে 16.5 বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধারসহ নদীর উক্ত অংশে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নদী ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্ম সূচী(1ম পর্য ায়) প্রকল্পে যমুনা নদীতে সিরাজগঞ্জ জেলায় 0.00 কিঃমিঃ হতে 26.00 কিঃমিঃ এর মধ্যে 6.50 কিঃমিঃ অংশে এবং বগুড়া জেলার 26.00 কিঃমিঃ হতে 50.00 কিঃমিঃ এর মধ্যে 7.00 কিঃমিঃ অংশে ড্রেজিং কাজের প্রস্তাব করা আছে। এছাড়া সবুজ পাতায় অন্তর্ভূ ক্তির জন্য প্রক্রিয়াধীণ প্রকল্পসমূহে 5.00 কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের প্রস্তাব করা আছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	4	5	6
					এছাড়া ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষ কপ্রকল্পের একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শ ক নিয়োগ করা হয়। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শ কগণ এর সমন্বয়ে গঠিতJV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark)-BETS-EPC-DEVCON সমীক্ষার কাজ সম্পাদন করে। সমীক্ষায় অন্তর্ভু ক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে **ব্রহ্মপুত্র-যমুনা** নদীও অন্তর্ভু ক্ত আছে **সমীক্ষা রিপোর্ট আলোকে২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর 230.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘে ্যর মধ্যে213.00 কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ 244328.56 কোটি টাকা প্রয়োজন।**

(মোঃ মোতাহার হোসেন)
উপ-সচিব